প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন

কেমন তামাক-কর চাই

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল, জাতীয় প্রেসক্লাব, ১৭ মে ২০২২

তামাকখাত থেকে রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। প্রতিবছর বাজেট তৈরির সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে বৈঠকে বসে এবং তাদের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দিয়ে তামাকপণ্যের কর ও মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকবিরোধীদের দেয়া প্রস্তাব কখনই তেমন একটা আমলে নেয়া হয় না। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওর্য়াক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। এফসিটিসি আর্টিকেল ৬ ধারায় তামাকের চাহিদা হ্রাসকল্পে সরকারসমূহকে একটি সহজ তামাককর ও মূল্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কৌশল হিসেবে তামাকের উপর বিদ্যমান তামাককর কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক করনীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। অথচ কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে, বিদ্যমান তামাক কর ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

বাংলাদেশে ৩৫.৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে, ধূমপান না করেও প্রায় ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিভিন্ন পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয় (গ্যাটস্ ২০১৭)।[১] তামাক ব্যবহারজনিত রোগে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে।[২] গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।[৩]

বাংলাদেশের বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান তামাক কর পদক্ষেপ বা কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে-

এক, বাংলাদেশে সকল তামাকপণ্যের উপর মূল্যের শতাংশ হারে (ad-valorem) সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হয়। এছাড়াও তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল), বৈশিষ্ট্য (ফিল্টার, নন ফিল্টার) এবং ব্রান্ড (সিগারেটে ৪টি মূল্যস্তর যথা, নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ এবং প্রিমিয়াম) ভেদে ভিত্তিমূল্য এবং কর-হারে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর এবং বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করেনা। করপদক্ষেপের কারণে একটি মূল্যস্তরে তামাকপণ্যের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে সে তার পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মূল্যস্তরের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

দুই, সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট এডভ্যালুরেম করকাঠামো চালু থাকায় বাজারে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য সিগারেট বিদ্যমান। ফলে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভোক্তা তুলনামূলকভাবে কমদামি সিগারেট বেছে নিতে পারছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মাথাপিছু সিগারেট বিক্রি বিগত বছরগুলোতে প্রায় একইরকম রয়েছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস), ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

তিন, কোন পণ্যের কর বেশি হলে তার দামও বেশি হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তামাকপণ্য বিশেষত সিগারেটের ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের সুস্পষ্ট ব্যত্যয় লক্ষ্যণীয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৭৬টি দেশের মধ্যে যে ৫টি দেশে সিগারেটের (সর্বাধিক প্রচলিত ব্রান্ড) দাম সবচেয়ে বেশি এবং সংশ্লিষ্ট ব্রান্ডের সিগারেটে যে করহার রয়েছে তার প্রায় সমপরিমাণ করহার বাংলাদেশে চালু থাকা সত্ত্বেও সিগারেটের দাম অনেক কম (চিত্র ১)। ত্রুটিপূর্ণ কর-কাঠামোই কর বেশি, দাম কম এই স্ববিরোধ তৈরি করেছে।

চিত্র ১: ১৭৬টি দেশের মধ্যে সিগারেটের দাম সবচেয়ে বেশি এমন ৫টি দেশের সাথে সিগারেটের মূল্য এবং করের অংশের তুলনামূলক চিত্র

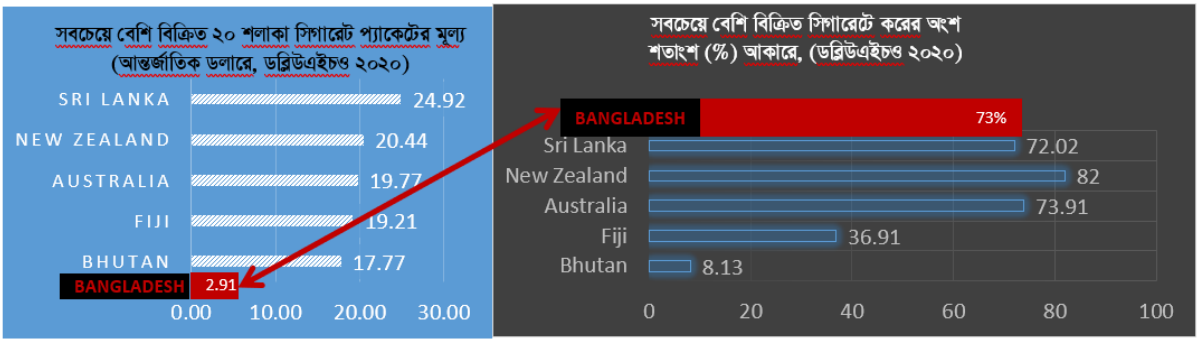

[১] Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017, https://ntcc.gov.bd/ntcc/uploads/editor/files/GATS%20Report%20Final-2017_20%20MB.PDF
[২] The Tobacco Atlas. https://tobaccoatlas.org/country/bangladesh
[৩] The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf

চার, বাজেটে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭৫ শতাংশ দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য ও করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে অথচ এসময়ে জনগণের মাথাপিছু আয় **(নমিন্যাল)** বেড়েছে ৯ শতাংশ। কার্যকর মূল্য বৃদ্ধির অভাবে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে ফলে তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধূমপানে উৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

পাঁচ, করের ভিত্তি এবং করহার খুবই কম হওয়ায় বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল) অধিক সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও আইন বহির্ভূত বা অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সস্তা তামাকপণ্য বিশেষ করে গুল, জর্দা, সাদাপাতা এবং বিড়ি উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ থাকায় এসমস্ত পণ্যের বেশিরভাগই সরকারের করজালের বাইরে রয়ে গেছে। **বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন অথচ এসব পণ্য থেকে রাজস্ব আসে খুবই সামান্য।** অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী নারী এবং দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

ছয়, তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান। বিগত কয়েক বছর ধরেই সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়। তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান করে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা অত্যন্ত জরুরি। **এক:** তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে (চিত্র ২), ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্যমতে, সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৭টি দেশের মধ্যে ১০৭তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।[৫] বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম, উচ্চ এবং মধ্যমস্তরে ১০০০ শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র যথাক্রমে ৭.৭৮, ৫.৩৯ ও ৩.৪৭ শতাংশ ব্যয় হতো, সেখানে ২০২০-২১ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৬.২২, ৪.৭১ ও ৩.০৬ শতাংশ। নিম্নস্তরে এই হার প্রায় একই রয়েছে। সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রায় একইরকম রয়েছে। **দুই:** ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোর কারণে সিগারেট ছাড়ার পরিবর্তে উচ্চ ও মধ্যম স্তরের ভোক্তারা নিম্ন স্তরের সিগারেট বেছে নিয়েছে (চিত্র ৩)। এনবিআর এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০০৬-০৭ সালে নিম্ন স্তরের মার্কেট শেয়ার ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ যা ব্যাপকহারে বেড়ে ২০২০-

চিত্র ২: প্রতি ১০০০ শলাকা সিগারেটের জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ[৪]

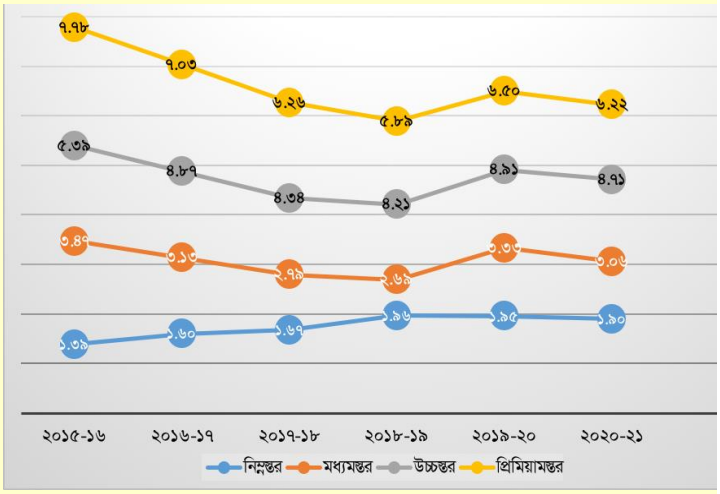

চিত্র ৩: মূল্যস্তর ভেদে সিগারেট বিক্রয় (২০০৬-০৭ থেকে ২০২০-২১ সাল)

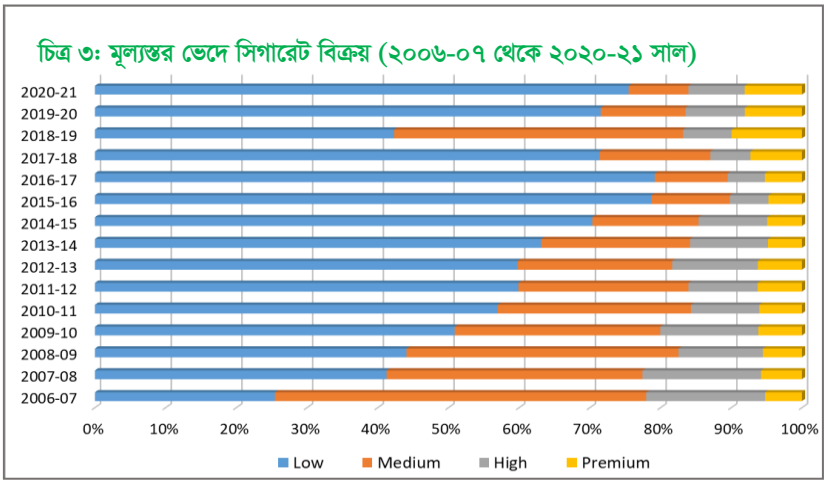

[4] * Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product.
** Cigarette price taken from government declared SRO data from year 2015-16 to 2017-18.
***Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).
[5] WHO report on the global tobacco epidemic 2021. Available at: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359088/retrieve

২১ সালে ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। নিম্ন স্তরে শুল্কহার কম হওয়ায় এই স্তরে নতুন নতুন ব্র্যান্ড প্রচলনের সুযোগ পেয়েছে কোম্পানিগুলো। উচ্চস্তরের তুলনায় নিম্নস্তরের সিগারেট থেকে সরকার কম রাজস্ব পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২১ সালে প্রতি ১০ শলাকা প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেট প্যাকেট থেকে সরকার রাজস্ব পেয়েছে ১০৩.৬৮ টাকা অথচ নিম্ন স্তরে ১০ শলাকার প্যাকেট থেকে রাজস্ব পেয়েছে মাত্র ২৮.৪৭ টাকা (চিত্র ৪)। সুতারং নিম্ন স্তরে সিগারেট বিক্রির সুযোগ না থাকলে সরকারের রাজস্ব আয় বহুগুন বাড়তো এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা পেত।

চিত্র ৪: স্তর ভেদে সিগারেটের মূল্য, কোম্পানির অংশ এবং করভার (২০২০-২১ সাল)

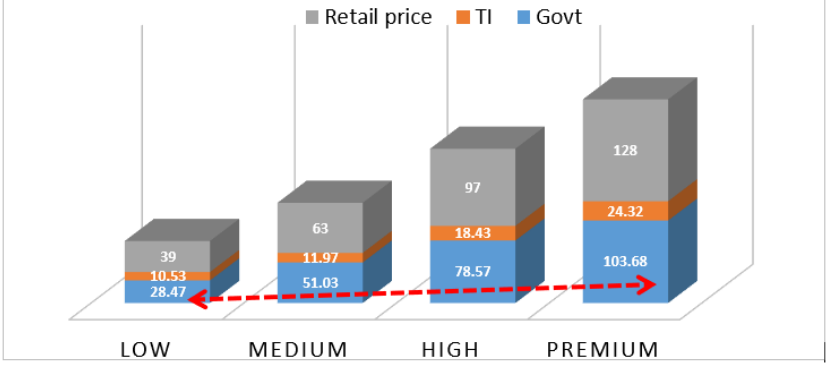

তিন: তামাক কর স্বল্পমেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.১৫ শতাংশ (২০২০-২১ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। চার: গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফিলিপাইনে ২০১২ সালে সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট পাশ করে (চিত্র ৫) সিগারেটের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং মূল্য স্তরের সংখ্যা ২০১৩ সালে ৪টি থেকে ২টি এবং ২০১৭ সালে একক কর-কাঠামো প্রচলন করা হয়। এই আইনে প্রথম বছরে (২০১৩) সিগারেটের গড় মূল্য বৃদ্ধি করা

চিত্র ৫: ফিলিপাইনের কর-কাঠামো সংস্কার (২০১২ সিন ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট)

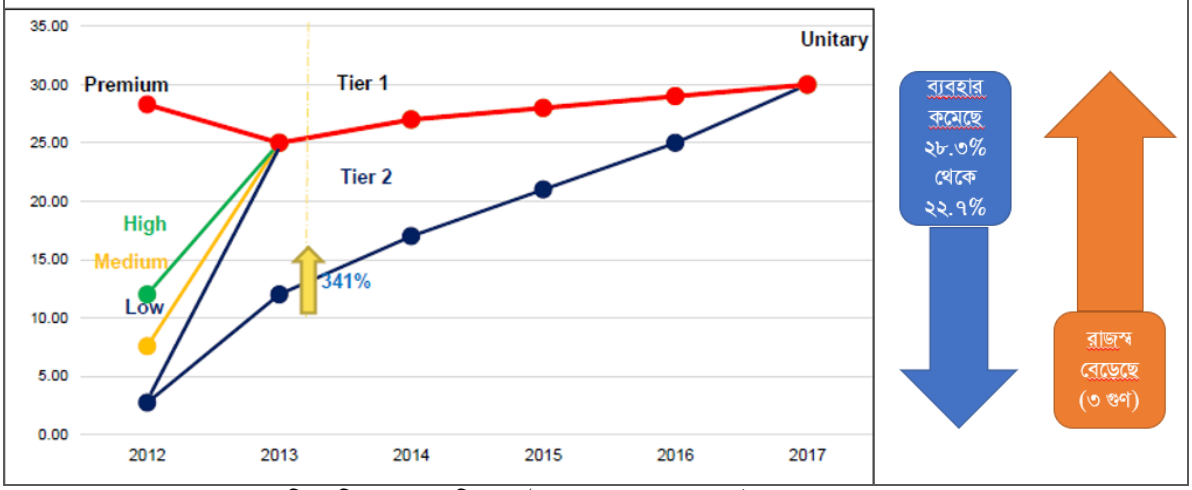

হয় ৪৪ শতাংশ এবং বহুল প্রচলিত নিম্ন স্তরের সিগারেটের খুচরা মূল্যের এক্সাইজ অংশ ১৫.৮ শতাংশ থেকে বাড়ানো হয় ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত এবং ২০১৭ সালে সিগারেটের গড় মূল্য ২০১২ সালের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয় ৭৮ শতাংশ। ফিলিপাইন সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশটিতে সিগারেট বিক্রি ২৮.১ শতাংশ হ্রাস পায় এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পায় তিন গুণেরও বেশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল সময়ের মধ্যে ফিলিপাইনে ধূমপানের হার ২৮.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২.৭ শতাংশে নেমে আসে।

অন্যদিকে, সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠির মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্যে যে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে তা আরোপ করা হয় ad valorem অর্থাৎ মূল্যের শতাংশ হারে। বর্তমানে ৬৫টি দেশ তামাকপণ্যে করারোপে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ কর (Specific Excise) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং আরো ৬৩টি দেশ অ্যাড-ভেলোরেম এর পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ কর প্রচলন করেছে।[৬] সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর ধার্য হয়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক প্রচলনের প্রস্তাব বিদ্যমান জটিল কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ রহিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

করণীয় এবং সুপারিশমালা

সিগারেটের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২২-২৩ অর্থবছর

সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- **নিম্ন স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **মধ্যম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **উচ্চ স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১২০ টাকা** নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং
- **প্রিমিয়াম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

সিগারেটের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৭-২৮) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা

বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২২-২৩ অর্থবছর

ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫%) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ২০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

বিড়ির খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০%) প্রচলন করা

- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার **খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা** নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা;
- প্রতি ১০ গ্রাম গুলের **খুচরা মূল্য ২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

জর্দা ও গুলের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

প্রস্তাবের যৌক্তিকতা:

সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যের দাম বাড়ানো হলে রাজস্ব আয় সম্পর্কে সঠিক পূর্বানুমান করা সম্ভব হবে। রাজস্ব আহরণ সহজ হবে এবং রাজস্ব আহরণ ব্যয় কমবে। কিন্তু সিগারেটে বিদ্যমান বহুস্তর বিশিষ্ট অ্যাড ভ্যালোরেম পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং রাজস্ব সম্পর্কে সঠিক পূর্বানুমান করা যায় না। কোম্পানির মূল্য কারসাজির কারণে

[৬] WHO technical manual on tobacco tax policy and administration 2021. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240019188

সরকার রাজস্ব হারাতে পারে। সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য কার্যকরভাবে বাড়ানো হলে তরুণরা তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত হয়।

ফলাফল

- সিগারেট থেকে সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং ভ্যাট বাবদ ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, অর্থাৎ সিগারেট খাত থেকে ৩০ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় হবে। সিগারেটের ব্যবহার ১৫.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪% হবে। প্রায় ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপান থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত হবে এবং ৮ লক্ষ ৯৫ হাজারের অধিক তরুণ ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার তরুণ জনগোষ্ঠির অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে।
- বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশসমূহ

১. অ্যাড ভ্যালোরেম এর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি প্রবর্তন করে নিয়মিতভাবে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে করহার বাড়াতে হবে;
২. নিম্ন স্তরের সিগারেটের কর ও মূল্য ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে;
৩. বিড়ির কর ও মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়াতে হবে যাতে সস্তা সিগারেটের সাথে মূল্য পার্থক্য কমে আসে;
৪. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকপণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (সিগারেটের মূল্যস্তর, ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, জর্দা ও গুলের আলাদা খুচরা মূল্য প্রভৃতি) তুলে দিতে হবে;
৫. ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কর আহরণ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং একইসাথে প্রমিত প্যাকেট/কৌটা (standardized packaging) প্রচলনের ন্যায় অন্যান্য কর-বহির্ভূত পদক্ষেপ অনুসন্ধান করতে হবে।
৬. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৭. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করতে হবে।

প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক। পাশাপাশি উল্লিখিত বাজেট প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে।

progga.bd@gmail.com